মানচিত্রে
বাংলার সাপ
প্রধান প্রধান সাপ
সন্দেহ হলেই বাঁধনে যান, সাপ আর কামড়াবে না। নড়াচড়া না করলে সাপ প্রায় দেখতেই পায় না
গোখরো
(Spectacled Cobra) বিষধর সাপ। ফণা আছে। ফণার পেছনে থাকে U চিহ্ন। ৪ থেকে ৫ ফুট লম্বা হয়। বিষের ধরন - স্নায়ু আক্রমণকারী (Neurotoxin)। পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে খড়ম পাইয়া সাপ নামে পরিচিত।
দাঁড়াস
(Rat Snake) বিষ নেই। লম্বায় ৫-৬ ফুট হয়। গায়ে চেক কাটা দাগ। সূচালো মুখ ও দ্রুতগতি দেখে কেউটে থেকে আলাদা করে চেনা যায়। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে পরিচিত এই সাপ সর্বত্র দেখা যায়। বাংলাদেশে ধনরাজ সাপ নামে পরিচিত।
গেছো বোড়া
(Pit Viper) বিষ নেই। গাছে থাকে। ২ থেকে ২.৫ ফুট লম্বা হয়। মাথা তেকোণা চ্যাপ্টা, মুখ ভোঁতা। লাউডগার মত সরু মুখ নয়। সুন্দরবনের বাদাবন এবং উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে সবুজ সাপ নামে পরিচিত।
কোনো শেকড়-বাকড় দিয়েই সাপকে বশ করা যায় না। তেমনি মন্ত্রেও কখনোই বিষ নামানো যায় না
কালনাগিনী
(Ornate Flying Snake) বিষ নেই। গাছে থাকে। ২ থেকে ৩ ফুট লম্বা। এমন রং-এর বাহার আর কোনো সাপের দেখা যায় না। এই সাপটিকে উড়ুক্কু সাপও বলে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের বাদাবন, বারুইপুর অঞ্চল এবং বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াতে কেবল এই সাপকে দেখা যায়। বাংলাদেশে টিয়াঠুটি নামে পরিচিত।
কালনাগিনীর বিষ নেই। বেহুলা লখিন্দরের কাহিনী গল্প মাত্র
হেলে
(Striped Keelback) বিষ নেই। ১ থেকে ১.৫ ফুট হয়। মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত লম্বা কালো দাগ দেখে চেনা যায়। পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায় পাওয়া যায়। বাংলাদেশে ভেমটি সাপ নামে পরিচিত।
বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার ভোরে ও সন্ধ্যায়, কারণ ওই সময়েই সবচেয়ে বেশি সাপের কামড় ঘটে
কেউটে
(Monocled Cobra) বিষধর সাপ। ফণা আছে। ফণার পেছনে গোল (০) চিহ্ন দেখে চেনা যায়। লম্বায় ৫-৬ ফুট হয়। জলাশয়ের কাছাকাছি বেশি থাকে। বিষের ধরন স্নায়ু - আক্রমণকারী। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র দেখা যায়। বাংলাদেশে পানস সাপ নামে পরিচিত।
পুঁয়ে
(Worm Snake) বিষ নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট সাপ। লম্বায় ৫-৬ ইঞ্চি। সাধারণভাবে মাটির নীচে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র দেখা যায়। বাংলাদেশে দু-মুখো সাপ নামে পরিচিত।
লাউডগা
(Common Vine Snake) বিষ নেই। গাছে থাকে। ৩-৪ ফুট লম্বা। এদের সংখ্যা দ্রুত কমছে। চ্যাপ্টা মাথা, সরু মুখ। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে সুতানলী সাপ নামে পরিচিত।
কাঁড় সাপ
(Common Cat Snake) বিষ নেই। গাছে থাকে। মাটিতেও দেখা যায়। লম্বায় ২ থেকে ২.৫ ফুট। এই সাপের চোখ বিড়ালের মত বলে একে বিড়ালচোখো বলে। সব জেলাতেই দেখা যায়। বাংলাদেশে ফনিমনসা সাপ নামে পরিচিত।
ক্ষেতমেটে
(Banded Racer) বিষ নেই। ২.৫ থেকে ৩ ফুট লম্বা। ধান ক্ষেতে থাকে। বাদামী রং-এর ওপর সাদা দাগ। বিরল সাপ। দ্রুত কমে আসছে এদের সংখ্যা। সব জেলাতেই দেখা যায়। বাংলাদেশে গোমাবোরো সাপ নামে পরিচিত।
চন্দ্রবোড়া
(Russell's Viper) বিষধর সাপ। ফণা নেই। লম্বায় ২-৩ ফুট। মাথা তেকোণা চ্যাপ্টা। শরীরে গোলগোল দাগ। মোটাসোটা চেহারা। ছোট ঝোপ-জঙ্গল, ঢিবিতে দেখতে পাওয়া যায়। এই সাপের বিষ রক্ত সংবহনতন্ত্র (heamato toxin) নষ্ট করে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র দেখা যায়। বাংলাদেশে বোড়া সাপ নামে পরিচিত।
বেত আছড়া
(Common Bronzeback Tree Snake) বিষ নেই। গাছে থাকে। ৩ ফুট মত লম্বা। ছটফটে স্বভাব। পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বেতাশ সাপ নামে পরিচিত।
লাউডগা কামড়ে চোখ তুলে নেয় - ভ্রান্ত ধারণা। বাস্তবে অসম্ভব
বিছানায় কেবলমাত্র মশারি ব্যবহার করে কালাচ সাপের কামড় ও মৃত্যু এড়ানো সম্ভব
বালিবোড়া
(Common Sand Boa) বিষ নেই। লম্বায় প্রায় ২ ফুট। গোলগাল মোটা চেহারা। লেজ হঠাৎ ছোট হয়ে যায়। অনেকেই ময়ালের বাচ্চা বলে ভুল করে। বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলা ছাড়া বিশেষ দেখা যায় না। বাংলাদেশে বালুবোরা সাপ নামে পরিচিত।
ঘরচিতি
(Common Wolf Snake) বিষ নেই। লম্বায় ২-৩ ফুট। বাদামী রং। রোগা শরীর। মাথা থেকে সাদাটে দাগ দেখে এই সাপটিকে বিষধর কালাচ থেকে আলাদা করা যায়। উঠানে, ঘরে বা দেয়ালে ঘুরতে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই দেখা যায়। বাংলাদেশে ঘরগিন্নি সাপ নামে পরিচিত।
ট্রিংকেট সাপ (তামাটে মাথার সাপ)
(Copper-headed Trinket Snake) বিষ নেই। লম্বায় ২ থেকে ২.৫ ফুট। দুই চোখের নীচে কালো দাগ। মাথা তামাটে রং-এর। অঞ্চলভেদে অন্য নাম ঘোড়ালাগ। মেদিনীপুর ও উত্তরবঙ্গ ছাড়া বিশেষ দেখা যায় না। বাংলাদেশে দুধরাজ সাপ নামে পরিচিত।
সাপের মাথায় মণি হয় না, স্রেফ বুজরুকি
শাঁখামুটি
(Banded Krait) বিষধর সাপ। ফণা নেই। লম্বায় ৫-৬ ফুট। গায়ে হলুদ ও কালো চওড়া পটি দেখে সহজেই চেনা যায়। খুব শান্ত, ধীরগতি। কখনো কামড়ায় না, বরঞ্চ কালাচ ও অন্যান্য সাপ খেয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখে। পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই দেখা যায়। বাংলাদেশে শাকিনী সাপ নামে পরিচিত।
বাড়ীর চারপাশে মাঝেমধ্যে ব্লিচিং পাউডার ছড়ালে সাপের আনাগোনা কমবে
কালাচ
(Common Krait) বিষধর সাপ। ফণা নেই। লম্বায় ৩ থেকে ৪ ফুট। মাথা অপেক্ষাকৃত ছোট, চকচকে কালচে বা ধূসর রং-এর শরীর। রাতে বার হয়। বিছানায় কামড়ায়- যা বিশেষ বিপজ্জনক। এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বিষধর। বিষের ধরন স্নায়ু আক্রমণকারী। সব জেলাতেই পাওয়া যায়। মেদিনীপুর ও উত্তরবঙ্গে কালো কালাচ (Black Krait) দেখা যায়। বাংলাদেশে কাল সাপ নামে পরিচিত।
শঙ্খচূড়
(King Cobra) বিষধর সাপ। বিরাট ফণা দেখে সহজেই চেনা যায়। লম্বায় ১২-১৫ ফুট। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফণাধর বিষধর সাপ। গভীর জঙ্গলে বসবাস। বিষের ধরন স্নায়ু আক্রমণকারী। কেবলমাত্র সুন্দরবনের বাদাবন, মেদিনীপুর ও উত্তরবঙ্গে দেখা যায়। বাংলাদেশে রাজগোখরো সাপ নামে পরিচিত।
উদয়কাল
(Banded Kukri) বিষ নেই। ৩ ফুটের মতন লম্বা। মাথার ওপর উল্টানো ভি (^) -এর মতন দাগ। সারা শরীরে কালো পটি। নিরীহ বিরল সাপ। সন্ধ্যায় বার হয়। সব জেলায় পাওয়া যায়। বাংলাদেশে উদয়নাগ নামে পরিচিত।
ময়াল
(Indian Rock Python) বিষ নেই। লম্বায় ২৫ ফুট পর্যন্ত দেখা যায়। বেশ মোটা চেহারা। এই সাপ নিশ্বাসে শিকার টেনে নেয় বলে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা চালু আছে। সুন্দরবনের বাদাবন, মেদিনীপুর ও উত্তরবঙ্গের ঘন জঙ্গলে দেখা যায়। বাংলাদেশে মেঘডম্বুর সাপ নামে পরিচিত।
সাপ অবলুপ্তির পথে। প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে সাপ সহ অন্যান্য প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখা দরকার
দাঁড়াশ কিংবা কোনো সাপই কখনো গরুর বাঁট থেকে দুধ খেতে পারে না
সাপের মানচিত্র
গাংমেটেলি
(Common Smooth Water Snake) বিষ নেই। নোনা জলের সাপ। লম্বায় ২ থেকে ৩ ফুট। নদীতে ভাটার পর খানা খন্দে মাছ খেতে দেখা যায়। এই নিরীহ সাপটিকে বাংলাদেশে ছরিয়া সাপ নামে পরিচিত।
জলঢোঁড়া
(Checkered Keelback) বিষ নেই। মিষ্টি জলের সাপ। ২ - ৩ ফুট লম্বা। গায়ে চেক প্যাটার্ন। রাগী সাপ। রাতে ও দিনে দু-সময়েই সক্রিয়। পশ্চিমবঙ্গের খুব পরিচিত সাপ। বাংলাদেশে ঢোঁড়া সাপ নামে পরিচিত।
স্থলে ৬টি বিষধর
১. কেউটে ২. গোখরো
৩. কালাচ ৪. চন্দ্রবোড়া
৫. শঙ্খচূড় ৬. শাঁখামুটি
জলে ১টি বিষধর
জল কেরাল (লেজ চ্যাপ্টা)
সরাসরি বাচ্চা প্রসব করে
লাউডগা, চন্দ্রবোড়া, মেটেলি, বালিবোড়া এবং সামুদ্রিক বিষধর।
কুকুরমুখো
(Dog-Faced Water Snake) বিষ নেই। নদীতে দেখা যায়, জোয়ারে জলের কিনারায় চলে আসে। ২-৩ ফুট লম্বা। পেটের দিকটায় আড়াআড়ি ভাবে হলুদ ও সাদা পটি থাকে। বাংলাদেশে জলবোরা সাপ নামে পরিচিত।
জল কেরাল
(Banded Sea Snake) তীব্র বিষধর সামুদ্রিক সাপ। লম্বায় ৫-৬ ফুট। নোনা জলের মোহনা সংলগ্ন নদীতে দেখা যায়। সব চ্যাপ্টা লেজের সামুদ্রিক সাপই বিষধর। বিষের ধরন নিউরোটক্সিন। কামড়েছে বলে শোনাই যায় না। বাংলাদেশে লাটি সাপ নামে পরিচিত।
মেটেলি
(Olive Keelback) বিষ নেই। মিষ্টি জলের সাপ। লম্বায় ১.৫ থেকে ২ ফুট। মাথার দিকটা সরু, পেট মোটা। এদের সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে। পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই দেখা যায়। বাংলাদেশে মাইট্টা সাপ নামে পরিচিত।
'পশ্চিমবঙ্গ সাপের কামড়ে মৃত্যুতে শীর্ষে' এই অপবাদ ঘোচাতে, 'আগামী দিনে সাপের কামড়ে আর মৃত্যু-নয়' — এই ঘোষণা বাস্তবায়নে সক্রিয় যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং
বিষধর সাপের কামড়
বিষহীন সাপের কামড়
AVS (অ্যান্টি ভেনাম সিরাম)
Snakes of India : The Field Guide - Romulus Whitaker and Ashok Captain
Snakes of India - P. J. Deoras
Snakes and other Reptiles of India - Indraneil Das
যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা
ক্যানিং টাউন, পিন কোড - ৭৪৩৩২৯, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ।। দূরভাষ ৯৪৩৩২২০৪৩৯, ০৩২১৮ ২৫৫৫৯৪; ই-মেল utsa.manush@gmail.com